ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

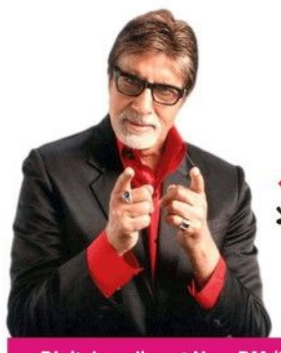

অমিতাভ বচ্চনকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা

পৃঃ ৫

ট্রফি নিয়ে মাঠে টেন্ডুলকার

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৭৯ ● কলকাতা ● ২২ আশ্বিন, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ১০ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু পাঁচ রাজ্যের

ভোটগ্রহণ, দিনক্ষণ ঘোষণা কমিশনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন । ৭ নভেম্বর থেকে শুরু হবে পাঁচ রাজ্যের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। ওই মাসের মধ্যেই নির্বাচন সেরে ফেলতে হবে বলে জানাল কমিশন। ৩ ডিসেম্বর একসঙ্গেই পাঁচ রাজ্যের ভোটগণনা হবে। রাজস্থান , মধ্যপ্রদেশ , ছত্তিশগড় , তেলেঙ্গানা এবং মিজোরাম - পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচন হবে চলতি বছরের শেষে।রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা- এই তিন রাজ্যে এক দফাতেই ভোট করানো হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। জানা গিয়েছে, ১৭ নভেম্বর শুরু হবে মধ্যপ্রদেশের ভোটগ্রহণ। রাজস্থানে ভোট হবে ২৩ নভেম্বর। সবশেষে নির্বাচন হবে তেলেঙ্গানায়। ৩০ নভেম্বর সেরাজ্যে ভোট হবে। আগামী ৩ ডিসেম্বর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবে। অক্টোবর মাসের শেষদিক থেকেই শুরু হবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া। এছাড়াও নাগাল্যান্ডের একটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে ৭ নভেম্বর।একমাত্র ছত্তিশগড়েই দুই দফায় নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।

এরপর ৩ পাতায়

সিবিআই রেইডের পরের দিনই

অভিষেকের মঞ্চে ফিরহাদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রবিবারই তাঁর বাড়িতে প্রায় পৌনে ১০ ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। ১০ ঘণ্টা পরে সাংবাদিকদের সামনে বেরিয়ে এসে ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, "আমি কি চুরি করেছি? আমি কি চোর? কেন আমাকে এবং আমার পরিবারকে হেনস্থা করা হচ্ছে।" সোমবার রাজভবনের সামনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্নামঞ্চে দাঁড়িয়ে সিবিআই নিয়ে ফের সুর চড়ালেন ফিরহাদ।সেই ঘটনার পরে সন্ধেবেলা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেকই জানিয়েছিলেন, সোমবার ধর্নামঞ্চে যোগ দেবেন ফিরহাদ। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঠেকেছিল রাজনীতির কারবারিদের কাছে। এদিন পূর্ব ঘোষণা মতো আন্দোলন মঞ্চে এলেন ফিরহাদ। শুধু তা-ই নয়, মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতাও করলেন। প্রশ্ন তুললেন, "অক্ষয় কুমারের 'রেইড' নয়। এখন শুরু হয়েছে ইডি, সিবিআই বাংলা জুড়ে রেইড। আমার বাড়িতে ১০ ঘণ্টা রেইড কেন?" বললেন, "দৈহিক কষ্টের চেয়ে, মানসিক কষ্ট অনেক বেশি কঠিন।"

এদিনের মঞ্চ থেকে নাম না করে নারদা প্রসঙ্গও তোলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সরাসরি নিশানা করে তাঁর তোপ, "যে কেসে আমি গ্রেফতার হয়েছি। সেই কেসে ইডি, সিবিআইয়ের ক্ষমতা নেই শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেফতার করার। তাই এই কেসে কিছু হবে না। ক্লাবকে দিল টাকা, জেলে গেলাম আমি। আর শুভেন্দু নিল হাতে টাকা, কেস খেলাম আমি।"তবে মঞ্চে দাঁড়িয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথা টেনে এনে তাঁর স্পষ্ট বার্তাও দিতে দেখা যায় ফিরহাদকে। বলেন, "ব্রাত্যর আগে যিনি ছিলেন তিনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জিরো টলারেন্স

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যপালের আশ্বাসে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত

কেন্দ্রকে সময় দিয়ে ধর্না প্রত্যাহার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যপাল আশ্বাস দিয়েছেন। শাসকদলের 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'-র অভিযোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে দিল্লি গিয়েছেন। তিনি 'সৌজন্য' দেখিয়েছেন। তাই তৃণমূল নেত্রীর পরামর্শে পাল্টা 'সৌজন্য' দেখিয়ে ধর্না তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'-র অভিযোগে দিল্লিতে ২ এবং ৩ অক্টোবর, দু'দিন অভিষেক-সহ তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের কর্মসূচি ছিল। ২ অক্টোবর রাজঘাটে ছিল অবস্থান বিক্ষোভ। মূল কর্মসূচি ছিল ৩ অক্টোবর যন্তর মন্তরে। এর পর কৃষিভবনে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতির সঙ্গে দেখা করতে যায় ওই প্রতিনিধি দল। তৃণমূলের অভিযোগ, দেখা না করেই পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন জ্যোতি। এর পর পুলিশ এসে কৃষি ভবন থেকে প্রতিনিধি দলকে আটক করে তুলে নিয়ে যায়। দিল্লি থেকে ফিরে কেন্দ্রের প্রতিনিধি রাজ্যপালের কাছে 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা' নিয়ে স্মারকলিপি জমা দিতে যায় তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। রাজ্যপাল রাজভবনে না থাকায় তার উত্তর গেটে ধর্নায় বসেন অভিষেক। গত পাঁচ দিন ধরে ধর্না চালানোর পর রাজ্যপালের আশ্বাস এবং

এরপর ৩ পাতায়

Sarberia An-Noor Mission

Vill- Sarberia, P.O.- F.S.Hat, P.S.- Nazat, Dist.- 24 Pgs(N), PIN- 743329

E-mail: sarberia.annoor.mission@gmail.com, Contact No.-9732531171

পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনির (বিজ্ঞান ও কলা)বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মোস্তাক আহমেদ (কর্ণধার, পতাকা শিল্পগোষ্ঠি) প্রধান পৃষ্ঠপোষক

সেখ নুরুল হক (Ex. IAS) Chairman, Academic Council

জাকির হোসেন মোল্লা (সাধারন সম্পাদক)

প্রিয় অভিভাবক/অভিভাবিকা,

আপনার সন্তানের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য জি. ডি. সার্কেল- এর অন্তর্ভুক্ত সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন - এর ম্যানেজমেন্ট কোটার ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় (মিশন্স অ্যাডমিশন টেস্ট) MAT:-2024 পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম বিতরণ চলছে

(পঞ্চম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২২ শে অক্টোবর, ২০২৩

পরীক্ষার তারিখঃ- ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৩ রবিবার দুপুর ১২ টা

পরীক্ষার ফলাফলের তারিখঃ- ৫ ই নভেম্বর, ২০২৩

কাউন্সিলিং – এর তারিখ – ৮, ৯ ও ১০ ই নভেম্বর- ২০২৩

এক নজরে আমাদের ফলাফল – 2023

BOARD/COUNCIL		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী	২৮	১২	১৬	.....	৪৫২ (৯০.৪%)
	ছাত্র	২৬	০৬	২০	.....	৩৯৬ (৭৯.২%)
সর্বমোট		৫৪	১৮	৩৬	.....	...

পরীক্ষাকেন্দ্র

১) সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন (বালক-বালিকা বিভাগ)- সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৫৬৪০১১৯০৬

২) হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন – হরনগর, থানা- নাকাশিপাড়া, নদীয়া, দূরাভাষ -৯৬৪১৭৩৯০৯০ / ৯১৫৩৯৩২৯০৬

৩) রোজ হ্যাভেন্স স্কুল – দঃ মাখালতলা (নেয়ার গাজী বাবার মাজার, ঘুটিয়ারী শরীফ), জীবনতলা, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৭০২৯৫৯২৯৫৪

৪) ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী – পশ্চিম মানিকতলা, গোকর্নি, মগরাহাট, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৯৩২৭৫৫১৫২ / ৯৬০৯১১৭১১৫

৫) মানিকহার এস. এস. হাই স্কুল - গ্রাম +পোঃ- মানিকহার, জেলা – মুর্শিদাবাদ, দূরাভাষ- ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র

১) সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন (বালক – বালিকা বিভাগ), সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৯৫৬৪০১১৯০৬

২) আদর্শ শিশু নিকেতন – ভাঙনখালি, কলতলা মোড়, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৮১৪৫২৫০০৮০

৩) আরফান আলি বিশ্বাস – দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া, দূরাভাষ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

৪) ভারত মেডিকেল হল – সরবেড়িয়া, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫

৫) মামনি সুইটস্ – কুড়ালি বাজার, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৮৪৩৬৪৫৭১০১

৬) হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন – হরনগর, থানা – নাকাশিপাড়া, জেলা - নদীয়া, দূরাভাষ – ৯৬৪১৭৩৯০৯০ / ৯১৫৩৯৩২৯০৬

৭) রোজ হ্যাভেন্স স্কুল – দঃ মাখালতলা (নেয়ার গাজী বাবার মাজার, ঘুটিয়ারী শরীফ) বাঁশরা, জীবনতলা, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৭০২৯৫৯২৯৫৪

৮) ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী – গ্রামঃ- পশ্চিম মানিকতলা, পোঃ- গোকর্নি, থানাঃ- মগরাহাট, জেলাঃ- দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৯৩২৭৫৫১৫২ / ৯৬০৯১১৭১১৫

৯) মানিকহার এস. এস. হাই স্কুল – গ্রাম + পোঃ- মানিকহার, জেলাঃ- মুর্শিদাবাদ, দূরাভাষ – ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

Boys' Campus

Girls' Campus

Visit our official website: annoormission.org

পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা ও গণিত বিষয়ে আবাসিক শিক্ষক–শিক্ষিকা প্রয়োজন। সত্বর Resume mail - করুন

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

● ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।

● আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।

যোগাযোগ-

9083249944 / 9083249933 / 9083249922

সুপার সানডের পরে এবার মেগা মানডে,

ফের রাজ্য জুড়ে সিবিআই হানা নেতাদের বাড়িতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার বিজেপি বিধায়কের বাড়িতে সিবিআই হানা। সোমবার সকালে রানাঘাট উত্তর-পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা।কিছুদিন আগেই পুর দুর্নীতি মামলায় খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতে পৌঁছে যায় ইডি। মধ্যমগ্রামে মন্ত্রীর বাড়িতে চলে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার তল্লাশি। ২০১৪-২০১৮ পর্যন্ত পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের। মধ্যমগ্রামের মাইকেলনগরে রথীন ঘোষের বাড়িতে ভোর রাতে থেকেই তল্লাশি শুরু করেন ইডি অফিসাররা। একইসঙ্গে কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহা, বরাহনগর পুরসসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা মল্লিক, দক্ষিণ দমদম এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাচু রায় এর বাড়িতে তল্লাশি চলায় ইডি।এই মামলায় প্রায়ই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। এই প্রথম কোনও এক বিজেপি নেতার নাম জড়াল পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায়। একই সঙ্গে ডায়মন্ড হারবারের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়িতে পৌঁছেছে সিবিআই। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নজরে চেয়ারম্যান। সঙ্গে এক কাউন্সিলরের বাড়িতেও পৌঁছেছে তাঁরা। জানা গিয়েছে উলুবেড়িয়ায় প্রাক্তন চেয়ারম্যান অর্জুন সরকারের বাড়িতে সিবিআই এর একটি টিম। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা। বাড়িতে ঢুকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।প্রসঙ্গত কলকাতার মেয়র এবং রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে রবিবার সকালেই শুরু হয় সিবিআই হানা। ছুটির রবিবার সকালে হঠাতই সিবিআইয়ের দল চেতলায় ফিরহাদের বাড়িতে পৌঁছে যায়। বাড়ি ঘিরে ফেলে শুরু হয় তল্লাশি। কেন্দ্রীয় বাহিনী দুর্গের মতো ঘিরে ফেলে মেয়রের বাড়ি। তল্লাশি শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরহাদ হাকিমের আইনজীবী ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলেও তাঁকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে।

পাশাপাশি কামারহাটি পুরসভার কারণে তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের বাড়তেও পৌঁছে যায় তদন্তকারী দল।

রথীন ঘোষের সঙ্গে কথা বলেই

বিরাট অভিযোগ অভিষেকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত বছর থেকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় লাগাতার তদন্ত চলছে। এরই মধ্যে এখন পুর নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে ফুল অ্যাকশনে ইডি-সিবিআই । লাগাতার চলছে তল্লাশি অভিযান। সম্প্রতি পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতে হানা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি ।

পরে এই নিয়েই মুখ খোলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।তিনি বলেন, কদিন আগে খাদ্য মন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতেও এই মামলায় তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। ভোর ৬টায় ওনার বাড়িতে ঢুকেছে আর বেরিয়েছে রাত ১টায়। অভিষেক বলেন, "আমি রথীন দাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এতক্ষণ আপনার বাড়িতে কী করল? রথীন দা জানিয়েছেন, ইডির লোকজন তার খাটে উঠে নাকি ঘুমিয়েছেন" ।দিনভর টানা তল্লাশি চলার পর রাত দেড়টার সময় ইডির আধিকারিকরা রথীনবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ২০ ঘন্টা পর অবশেষে তল্লাশি শেষ হয় ইডির।

গোটা রাজ্যজুড়ে ওই একই দিনে ১২টি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। ইডি সূত্রে খবর বিভিন্ন পুরসভার চেয়ারপার্সন ও পুরসভার আধিকারিকদের

এরপর ৩ পাতায়

বেনেলি (Benelli) । কিওয়ে (Keeway)

কোলকাতায় এক্সক্লুসিভ শোরুম-এর উদ্বোধন করেছে

স্টেট অফ দ্য আর্ট ফেসিলিটিটি কোম্পানীর সমগ্র 125cc - 500cc প্রিমিয়াম মডেল রেঞ্জকে শোকেস করেছে

কোলকাতা, ৯ই অক্টোবর ২০২৩: নিউজ সারাদিন : বেনেলি । কিওয়ে ইন্ডিয়া কলকাতায় একটি নতুন ডিলারশিপ উদ্বোধন করেছে। ৯ এ.জে.সি. বোস রোড, শেক্সপীয়ার সরণী রোড, পোস্ট অফিস, বেক বাগান, থানা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৭-এ অবস্থিত। একেবারে নতুন অত্যাধুনিক স্টেট অফ দ্য আর্ট ফেসিলিটিটি কলকাতা এবং এর আশেপাশে বেনেলি। কিওয়ে রাইডার্স-এর জন্য বিক্রয়, পরিষেবা এবং অতিরিক্ত সামগ্রীর সহায়তা দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

গ্রীণ হুইলস (Green Wheelz)-এর ব্যানারে চালু করা, 3S সুবিধাটি পরিচালনা করেন মিঃ গৌরব বাজাজ, তিনি বেনেলি । কিওয়ে কোলকাতার ডিলার প্রিন্সিপাল। এই নতুন আউটলেটের সাথে, বেনেলি । কিওয়ে ভারত সারা দেশ জুড়ে টাচ পয়েন্টের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। এই সুবিধাটি বেনেলির সুপারবাইকের রেঞ্জের পাশাপাশি সম্প্রতি লঞ্চ হওয়া হাঙ্গেরিয়ান মার্ক কিওয়ের পণ্যগুলিকে প্রদর্শন করে। শোরুমটি আসল পণ্যদ্রব্য এবং আনুষাঙ্গিকগুলির একটি আকর্ষণীয় পরিসরও প্রদর্শন করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে, বেনেলি । কীওয়ে ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মি. বিকাশ ঝাবাখ, বলেছেন, "আমরা ভারত জুড়ে আমাদের গ্রাহকদের কাছাকাছি যেতে দ্রুত আমাদের ডিলারশিপ নেটওয়ার্ক প্রসারিত করছি। এই সম্প্রসারণের ফলে তারা শুধুমাত্র Benelli এবং কববধি-এর মতো বিখ্যাত ব্র্যান্ডের সেরা সুপার বাইকগুলিই উপভোগ করতে পারবেন তাই নয়, একই সঙ্গে অতুলনীয় গ্রাহক পরিষেবাও উপভোগ করতে পারবেন। আমরা Green Wheelz-এর সাথে অংশীদারিত্ব করতে পেরে আনন্দিত, এবং আমরা আত্মবিশ্বাসী যে তাদের মাধ্যমে, আমরা ব্র্যান্ডটির সুনাম অনুযায়ী সর্বোন্নত মানের গ্রাহক পরিষেবা দিতে সক্ষম হব। বিশেষ করে যেহেতু গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন তাদের প্রথম প্রাধাণ্য সেই নীতিগুলি কোম্পানির নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

উদ্বোধনের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে মি. গৌরব বাজাজ, ডিলার প্রিন্সিপাল, বেনেলি । কিওয়ে - কলকাতা বলেছেন, "আমরা বেনেলি। কিওয়ে ইন্ডিয়ার সাথে যুক্ত হতে পেরে আনন্দিত। আমাদের গ্রাহক ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের সমস্ত গ্রাহকদের ঝামেলা-মুক্ত প্রিমিয়াম বিক্রয় এবং পরিষেবার অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্য রাখি কারন আমরা বেনেলি। কিওয়ে- কলকাতা-তে পেশাদারদের সর্বোত্তম মালিকানার অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য বিশ্বব্যাপী মান অনুযায়ী কোম্পানির দ্বারা প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।"

সদ্য চালু হওয়া শোরুমটি বেনেলি। কিওয়ে পণ্যের সম্পূর্ণ স্বরগ্রাম প্রদর্শন করে।

Keeway রেঞ্জে 125cc থেকে 300cc মডেলের ৮টি মডেল রয়েছে, যার দাম রুপি থেকে শুরু। ১.২০ লক্ষ থেকে থেকে শুরু ৪.২৯ লক্ষ (সমস্ত মূল্য এক্স-শোরুম, ভারত)। এর মধ্যে রয়েছে SR125 (রেট্রো ক্লাসিক), SR250 (নিও-রেট্রো), কে-লাইট 250V (আরবান ক্রুজার), K300 N (স্ট্রিট নেকেড স্পোর্ট), K300 R (সুপারপোর্ট), V302C (ববার), ষাটের দশকের ৩০০র (রেট্রো স্কুটার), Vieste 300 (ম্যাক্সি স্কুটার)।

Benelli রেঞ্জে 500cc সেগমেন্টে ৪টি মডেল রয়েছে, যার দাম জং থেকে শুরু। ৫.৬০ লক্ষ থেকে টাকা ৬.৫০ লক্ষ (সমস্ত মূল্য এক্স-শোরুম, ভারত)। এর মধ্যে রয়েছে Leoncino 500 (স্ট্রিট স্ক্র্যাম্বলার), TRK 502 (Grand Tourer), TRK 502X (Adventure Tourer), 502C (আরবান ক্রুজার)।

অতিরিক্ত সুবিধাগুলি:

- Benelli এর 500cc মডেল রেঞ্জের জন্য ন্যূনতম বুকিং পরিমাণ টাকা ১০,০০০ এবং কববধি মডেল রেঞ্জের জন্য বুকিং পরিমাণ টাকা থেকে শুরু হয় ১০০০ টাকা থেকে এবং মডেল নির্দিষ্ট।
- শোরুমে গিয়ে অথবা india.benelli.com বা keeway-india.com-এ লগইন করে বুকিং করা যেতে পারে।
- সমস্ত Keeway পণ্যে ২-বছরের সীমাহীন কিলোমিটার স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি।
- Benelli এর 500cc মডেল রেঞ্জে ৩ বছরের সীমাহীন কিলোমিটার স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি
- বেনেলি। কীওয়ে গ্রাহকদের জন্য 24x7 রোড সাইড সহায়তা।

বেনেলি ও কীওয়ে একত্রে ভারত জুড়ে আবেগপ্রবণ মোটরিং উৎসাহীদের জন্য ঝামেলা-মুক্ত মালিকানা সুবিধা সহ একটি উত্তেজনাপূর্ণ প্রোডাক্ট লাইন আপ প্রদান করে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর ক্ষমতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাবে কেন্দ্র। গত ৪ অক্টোবর হরিয়ানার দুই ব্যবসায়ী বসন্ত বনসল এবং পঙ্কজ বনসলকে গ্রেফতারির মামলায় শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, কোনও ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে হলে লিখিত ভাবে 'কারণ' জানাতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-কে।

গত বছর আইন সংশোধনের পরেই বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছিল, ইডি-কে রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগাতে তার হাতে লাগামহীন ক্ষমতা তুলে দিয়েছে মোদী সরকার। ইডির বাড়তি ক্ষমতার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে প্রায় আড়াইশো মামলা দায়ের হয়েছিল। কিন্তু গত বছরের ২৭ জুলাই কেন্দ্রকে স্বস্তি দিয়ে বিচারপতি এ এম খানউইলকরের বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছিল, আর্থিক নয়ছয় প্রতিরোধ আইনে (পিএমএলএ) ইডি-কে যে সব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা সংবিধান-বিরুদ্ধ নয়। আর্থিক কেলেঙ্কারি রুখতে কড়া আইনেরই প্রয়োজন। এর পরে বিভিন্ন রাজ্যে ইডি ধারাবাহিক ভাবে বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে' অভিযান চালাচ্ছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের।সেই রায়ের বিরুদ্ধেই শীর্ষ আদালতে 'রিভিউ পিটিশন' দাখিল করতে চলেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার।

গত ১৪ জুন গুরুগ্রামের একটি আবাসন সংস্থার দুই মালিক বসন্ত বনসল এবং পঙ্কজ বনসলকে গ্রেফতার করে ইডি। কিন্তু ওই দিন একটি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু অন্য একটি মামলায় তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। তাঁদের গ্রেফতারির কারণ জানানো হয়নি বলেও অভিযোগ। এই গ্রেফতারির বিরুদ্ধে পঞ্জাব এবং হরিয়ানা আদালতের দ্বারস্থ হন অভিযুক্তেরা। কিন্তু তাঁদের আর্জি খারিজ করে দেয় হাই কোর্ট। তার পরেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন দু'জন।গত ৪ অক্টোবর বিচারপতি এএস বোপান্না এবং পিভি সঞ্জয় কুমারকে নিয়ে গঠিত শীর্ষ বেঞ্চ বলে, "ধৃত ব্যক্তিকে অবশ্যই লিখিত ভাবে গ্রেফতারের কারণ জানাতে হবে ইডিকে।" পাশাপাশি, রাজনৈতিক প্রভাব এবং প্রতিহিংসামূলক আচরণ ছেড়ে ইডিকে ন্যায্য এবং স্বচ্ছ ভাবে কাজ করারও 'পরামর্শ' দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। বিজেপির বিরুদ্ধে ইডিকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে' ব্যবহার করার অভিযোগে বিরোধী দলগুলি যখন সরব, তখন সুপ্রিম কোর্টের এই রায় এবং পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রকে অস্বস্তিতে ফেলেছে বলেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মত। এই পরিস্থিতিতে 'রাজনৈতিক কারণেই' মোদী সরকার রিভিউ পিটিশন দাখিল করতে চলেছে বলে তাঁদের মত।

সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারীর হাতে প্রকাশ

ঈশ্বরী কথা বইটি যুবকেন্দ্রে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সচরাচর ঈশ্বর নিয়ে লেখা তেমনি কোন বই সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছায় না। যেটুকু পৌঁছায় সেগুলো বড় বড় ধর্ম প্রতিষ্ঠানের মাধ্যম দিয়ে। তবে গতকাল শিয়ালদা মৌলালি যুব কেন্দ্রে বিবেকানন্দ অডিটোরিয়াম হলে ছায়াপথ প্রকাশনীর বই পড়ো উৎসবে অনুষ্ঠানে মঞ্চে প্রকাশ পেল মৃত্যুঞ্জয় সরদারের লেখা ঈশ্বরী কথা বইটি। বইটি প্রকাশ করলেন বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘের প্রাণপুরুষ, যুগাবতার আনন্দময়ী দিব্যপুরুষ শ্রী সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী। এই ধর্মীয় বই তিনটি দৈনিক পত্রিকা সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পাঁচ বছরের পরিশ্রমের ফল ঈশ্বরী কথা। উক্ত অনুষ্ঠান মঞ্চে ছায়াপথ প্রকাশনীর পক্ষ থেকে আরও দশখানা বই উপহার দিলেন পাঠক পাঠীকাকে যা একই মঞ্চে প্রকাশ হল প্রকাশক অদিতি আচার্য্য মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে, ছায়াপথ প্রকাশনীর সম্পাদনায় ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় সরদার তবে যার কথা না বললে হয়তো সত্যটাকে আড়াল করতে হবে সত্যব্রত পাড়িয়া যে মূলত দেব নামেই পরিচিত, তার সহযোগিতায় আজ এত বড় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো মৌলালি যুবকেন্দ্রে। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী, অভিনেতা শম্ভু মিত্র ও চন্দন সেন। এছাড়াও বিশিষ্ট গুণীজন ও সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন বইপড়ো উৎসব - ২০২৩ এর মঞ্চে, ইসকন থেকে আসা রসিক গৌরাঙ্গ দাস মহারাজ তিনি তার বক্তৃতাতে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন ওশি আর মুসির লড়াইয়ে শক্তিশালী কে, সে কথা তার বক্তৃতায় ফুটিয়ে তুলেছে। এবং একই মঞ্চেই উপস্থিত ছিলেন স্বামী সর্বসুখানন্দ মহারাজ ও কামাক্ষা থেকে আগত পরমানন্দ গিরি মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী মৃন্ময়ী কুন্ডু সহ আরো অনেকেই।

বই প্রকাশ তথা প্রকাশনা জগতে এই ধরনের বড়ো মাপের অনুষ্ঠান সত্যিই বিরল।

১-ম পাতার পর

৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু পাঁচ রাজ্যের ভোটগ্রহণ, দিনক্ষণ ঘোষণা কমিশনের

নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ৮.২ কোটি পুরুষ ও ৭.৮ কোটি মহিলা ভোটাররা পাঁচ রাজ্যে ভোট দেবেন। তার মধ্যে ৬০ লক্ষেরও বেশি ভোটার প্রথমবার ভোট দেবেন। পাঁচ রাজ্যে মোট ১.৭৭ লক্ষ পোলিং বুথের ব্যবস্থা করা হবে।সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে পাঁচ রাজ্যে ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেন নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। জানা গিয়েছে, ৭ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে পাঁচ রাজ্যের ভোটযুদ্ধ। ওই দিনই ছত্তিশগড় ও মিজোরামে নির্বাচন হবে। এক দফাতেই উত্তর-পূর্বের নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছে কমিশন। তবে ছত্তিশগড়ের দুই দফায় ভোট হবে। সেরাজ্যের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ হবে ১৭ নভেম্বর।

১-ম পাতার পর

সিবিআই রেইডের পরের দিনই অভিষেকের মঞ্চে ফিরহাদ

নেওয়া হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ পেলে আমাকেও সরাবে। দল জিরো টলারেন্স নিয়েছে।"

১০০ দিনের কাজের বকেয়া আদায়ের দাবিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আন্দোলন করছে তৃণমূল। দিল্লির ধর্নার পরে রাজভবন চলো অভিযান। তার পরে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের দেখা না পেয়ে রাজভবনের সামনেই ধর্নামঞ্চ বেঁধে অবস্থান। সেই অবস্থান কর্মসূচি সোমবার ৬ দিনে পড়েছে। সোমবার অবশ্য তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করার সময় দিয়েছেন রাজ্যপাল। পুর দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তে রবিবার ফিরহাদ হাকিমের চেতলার বাড়ির সহ রাজ্যের ১২ জায়গায় হানা দিয়েছিল সিবিআই। সকাল ৯ টা থেকে প্রায় ১০ ঘণ্টা পুরমন্ত্রীর বাড়িতে চলেছিল তল্লাশি। ঢুকতে দেওয়া হয়নি আইনজীবীদেরও। এমনকি, মেয়ে প্রিয়দর্শিনী হাকিমকেও বাড়িতে ঢুকতে বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল। মন্ত্রীর গোটা বাড়ি ঘিরে রেখেছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা।

১-ম পাতার পর

রাজ্যপালের আশ্বাসে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কেন্দ্রকে সময় দিয়ে ধর্না প্রত্যাহার

নেত্রীর পরামর্শ পেয়ে সোমবার তা তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন অভিষেক। তবে কেন্দ্রকে সময় বেঁধে দিলেন তিনি। জানালেন, ৩১ অক্টোবরের মধ্যে বাংলার মানুষের দাবি নিয়ে পদক্ষেপ করা না হলে ১ নভেম্বর পথে নামবেন তাঁরা। তবে এ বার তাঁর নেতৃত্বে নয়, তৃণমূল পথে নামবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে।

সোমবার বিকেল ৪টেয় রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে অভিষেক-সহ তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। বৈঠকের পরেই দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন রাজ্যপাল। কী হয়েছিল সেই বৈঠকে, সেই বিষয়ে দুই পক্ষই জানিয়েছে। যদিও সন্ধ্যায় রাজভবনের উত্তর গেটে ধর্নামঞ্চ থেকে অভিষেক জানান, রাজ্যপাল আসলে কী উত্তর দিয়েছেন, তা তিনি মানুষকে জানাতে চান। তাঁর কথায়, " রাজ্যপাল যে উত্তর দিয়েছেন, কেউ জানেন না। তিনি কথা দিয়েছেন, দু'সপ্তাহ নয়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করব। আমি যতদূর শুনেছি, ইতিমধ্যে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন তিনি। আশা করছি, এর বিহিত উনি করবেন।''তার পরেই অভিষেক জানান, রাজ্যপাল আশ্বাস দিলেও তিনি আরও ২৪ ঘণ্টা ধর্নায় বসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বারণ করেন খোদ তৃণমূল নেত্রী মমতা। তিনি বলেন, "কল্যাণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) অনুরোধ করেছেন। শোভনদা (চট্টোপাধ্যায়) , সুদীপদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), সৌগতদা (রায়)-র সঙ্গে কথা বলেছি। দলনেত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছি। আরও ২৪ ঘণ্টা বসতে চেয়েছিলাম। নেত্রী বলেছেন, যেহেতু উনি সৌজন্য দেখিয়েছেন, বাংলারও সৌজন্য দেখানো উচিত।" অভিষেক জানালেন নেত্রীর সেই নির্দেশ মেনেই সোমবার সন্ধ্যায় ধর্না প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তবে জানিয়ে দেন, ৩১ অক্টোবরের মধ্যে কেন্দ্রের 'সদুত্তর' না পেলে ১ নভেম্বর থেকে ফের কর্মসূচি শুরু হবে। তিনি বলেন, "১ নভেম্বর যখন রাস্তায় নামব, অভিষেকের নেতৃত্বে নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। ৫০ হাজার মানুষ হাঁটবেন, সামনে মমতা।''তৃণমূলের সঙ্গে বৈঠকের পর রাজভবনের তরফে বিবৃতি দেওয়া হয়। রাজ্যপাল জানিয়েছেন, তিনি ধৈর্য ধরে অভিষেকদের বক্তব্য শুনেছেন। আশ্বাস দিয়েছেন যে, বিষয়টি নিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং বাংলার মানুষের হিতার্থে যা করণীয়, তা করবেন। তৃণমূল সূত্রে খবর, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বকেয়া টাকা নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে তৃণমূলকে কথা দিয়েছেন রাজ্যপাল বোস। যদিও রাজ্যপালের বিবৃতিতে এই সময়সীমার কথা নেই। তবে বৈঠকের পরে জানা যায়, সোমবার সন্ধ্যাতেই দিল্লি যাচ্ছেন রাজ্যপাল। ৬টা ৪৫ মিনিটের বিমান ধরে রওনা হওয়ার কথা তাঁর। এর পরেই ধর্না তুলে নিতে অভিষেককে অনুরোধ করেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপালের কথা শোনার পর এই অনুরোধ করেন তিনি। পাশাপাশি, ধর্না তুলে নেওয়ার আগে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার কথাও জানান। সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব অভিষেকের উপরেই ছাড়েন কল্যাণ। তার পরেই নেত্রীর পরামর্শ পেয়ে সিদ্ধান্ত নেন অভিষেক। তবে তিনি জানিয়ে দেন, ২১ লক্ষ মানুষের দু'বছর ধরে রুটি রুজি বন্ধ। কাজ করেও তাঁরা টাকা পাননি। রাজ্যপালেরও এই নিয়ে 'দায়বদ্ধতা' রয়েছে। রাজ্যপাল কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলার পরেও ৩১ অক্টোবরের মধ্যে কোনও পদক্ষেপ করা না হলে আবার পথে নামবেন তিনি।

২ পাতার পর

রথীন ঘোষের সঙ্গে কথা বলেই বিরাট অভিযোগ অভিষেকের

বাড়িতেও চিরুনি তল্লাশি চলে। এরপর দুদিন যেতে না যেতেই ময়দানে সিবিআই।

রবিবাসরীয় সকালে রাজ্যের পুর মন্ত্রী তথা কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ও প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রর বাড়িতেও তল্লাশি চালায় সিবিআই। বিকেলে তল্লাশি শেষে মদনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান সিবিআই অফিসারেরা। এরপর মদন রাজভবনের সামনে অভিষেকের নেতৃত্বে তৃণমূলের ধর্না মঞ্চে আসেন।সেখানে গিয়ে রীতিমতো বিস্ফোরণ ঘটান এমএম। বক্তৃতায় তিনি বলেন, সিবিআই অফিসাররা তার বাড়িতে বসে গতকাল চুটিয়ে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট ম্যাচ দেখেছেন। কোহলি ক্যাচ ধরতেই নাকি উতসাহে লাফিয়ে ওঠেন সিবিআই কর্তারা।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূলের বহু নেতা, বিধায়ক এখন জেলে। ইডি -সিবিআই এর নজরে শাসকদলের আরও বহু নেতা-মন্ত্রী। যদিও এই আবহেও কেন্দ্রীয় এজেন্সি নিয়ে লাইট মেজাজেই দেখা গেল কয়েক নেতাকে।

৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের রণকৌশল

চূড়ান্ত করতে বৈঠকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

নয়াদিল্লিঃ নিউজ সারাদিন : সোমবার দুপুরেই মধ্যপ্রদেশ-সহ পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তার আগেই ভোটের রণকৌশল চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ সমিতি। দলের মুখ্য কার্যালয়ে ওই বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধিরা। পাশাপাশি ওবিসি-সহ দলিত সম্প্রদায়ের মন পেতে জাতগণনার বিষয়টিকেও বিধানসভা ভোটের প্রচারে মূল হাতিয়ার করতে চাইছে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। বৈঠকে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর কথায়, 'জাতগণনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লাগাতার দাবি জানিয়ে চলেছে কংগ্রেস। যতদিন না মোদি সরকার ওই দাবি মেনে নেবে, ততদিন পর্যন্ত দাবি থেকে পিছু হঠবে না কংগ্রেস।'সূত্রের খবর, পাঁচ রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলিকে কোনও আসন ছাড়া হবে কিনা তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বৈঠকে। মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে সমাজবাদী পার্টি ও শরদ পওয়ারের এনসিপিকে কয়েকটি আসন ছেড়ে জোট বার্তা দিতে পারে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। আসন সমঝোতার পাশাপাশি প্রচারে কোন-কোন বিষয়ের উপরে জোর দেওয়া হবে, তা নিয়েও আলোচনা হবে। ধর্মগত বিষয়ে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অকারণে আক্রমণ করে বিজেপির হাতে পাল্টা আক্রমণের অস্ত্র যাতে তুলে দেওয়া না হয়, সে বিষয়েও দলের রাজ্য নেতৃত্ব, মুখপাত্র এবং তারকা প্রচারকদের নির্দেশ দেওয়ার পথে হাঁটতে চলেছে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সমিতি।

বদলি মামলায় সুপ্রিম নির্দেশে সাময়িক স্বস্তিতে শিক্ষকরা

নয়াদিল্লিঃ নিউজ সারাদিন : বদলি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশে কিছুটা স্বস্তিতে শিক্ষকরা। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, পার্শ্ববর্তী এলাকায় বদলি হওয়া শিক্ষকরা শিক্ষকতা চালিয়ে যেতে পারবেন। বাকি যাঁরা দূরে বদলি হয়েছেন তাঁরা পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন।

কী এই শিক্ষক নিয়োগের ১০সি ধারা?

সম্প্রতি বিধানসভায় এই আইন পাশ হয়েছে। নিয়ম বলছে, ১৯৯৮ সালের পর যাঁরা কমিশনের আওতায় চাকরি পেয়েছেন, কমিশন চাইলে তাঁদের বদলি করতে পারে। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ছাড়ও মেলে এই ধারা থেকে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের প্রায় ১৪০ জন শিক্ষককে বদলি করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এর বিরোধিতা করেই কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন বদলি হওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সেখানে রাজ্য জানিয়েছিল, প্রান্তিক এলাকার বহু স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই। এর পর মৌখিকভাবে বদলির কাগজ তৈরির নির্দেশ দেয় হাই কোর্ট। এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন বদলি হওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকারা। পাশাপাশি বদলি নিয়ে আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি সঞ্জয় কিষান কল ও বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ। সেই হলফনামার পালটা হলফনামা দেওয়ার জন্য আরও দুই সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে মামলাকারী শিক্ষকদের। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগের ১০সি ধারা কার্যকর হওয়ার আগে যারা চাকরি পেয়েছেন তাঁরা আপাতত বদলির আওতায় আসছেন না। শীর্ষ আদালতের প্রশ্ন, কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কেন ২০০ কিলোমিটার দূরে বদলি করা হল? একইসঙ্গে তাঁদের পর্যবেক্ষণ, 'এই পেশায় মহিলারাও রয়েছেন। বদলির বিষয়টি তাই আমাদের এতটা ভাবাচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী এশিয়ান গেমস ২০২২-এ অংশগ্রহণকারী

ভারতীয় অ্যাথলিটদের সঙ্গে ১০ অক্টোবর সাক্ষাৎ করবেন এবং ভাষণ দেবেন

নয়াদিল্লি, ০৯ অক্টোবর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল নতুন দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ স্টেডিয়ামে বিকেল ৪টে ৩০ মিনিটে এশিয়ান গেমস ২০২২-এ অংশগ্রহণকারী ভারতীয় অ্যাথলিটদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় মিলিত হবেন এবং বক্তব্য রাখবেন।

এশিয়ান গেমস ২০২২-এ অনন্যসাধারণ সাফল্যের জন্য অ্যাথলিটদের অভিনন্দন জানানো এবং ভবিষ্যতের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্যের জন্য তাঁদের প্রেরণা জোগাতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। এশিয়ান গেমস ২০২২-এ ২৮টি স্বর্ণপদক সহ ভারত মোট ১০৭টি পদক জিতেছে। এশিয়ান গেমস-এ পদক জয়ের নিরিখে এ যাবৎকালের মধ্যে এটাই ভারতের সর্বোচ্চ সাফল্য।

এই অনুষ্ঠানে এশিয়ান গেমস-এ অংশগ্রহণকারী ক্রীড়াবিদ, তাঁদের প্রশিক্ষক, ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার আধিকারিক, জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের প্রতিনিধি এবং ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রকের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন।

বাংলায় আইনশৃঙ্খলা অবনতির আশঙ্কা,

কামদুনি রায় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কামদুনি কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য সরকার। যে অভিযুক্তরা মুক্তি পেয়েছে, তাদের মুক্তি রদের আর্জি জানিয়েছে রাজ্য। অভিযুক্তরা ছাড়া পেলে আইনশৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটতে পারে, আরজি রাজ্যের। অভিযুক্তরা ছাড়া পেলে আইনশৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটতে পারে আরজি রাজ্যের।প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৩ সালের ওই নৃশংস ঘটনার রায় প্রকাশ করে। এর আগে ওই মামলায় ফাঁসির সাজা দিয়েছিল নিম্ন আদালত। সেই সাজা কমিয়ে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, দোষী সাব্যস্ত সইফুল আলি এবং আনসার আলিকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ছাড়া আর এক ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আমিন আলিকে বেকসুর খালাস করে হাইকোর্ট।

নিম্ন আদালত আমৃত্যু জেলের সাজা দিয়েছিল আরও তিন দোষী সাব্যস্ত ইমানুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম এবং ভোলানাথ নস্করকে। ১০ বছর জেল হয়ে গিয়েছে, এই যুক্তিতে তাদেরও সাজা মকুব করে আদালত। রাজ্য সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে, এই ধরনের অপরাধের অপরাধী বেকসুর খালাস পেলে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা হবে। তাই হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ চায় তাঁরা। বিচারপতি বি আর গাভৈ সব পক্ষকে সাত দিনের মধ্যে নিজেদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের হয়ে সওয়াল করেছেন আইনজীবী কপিল সিব্বাল।

রাজ্যের সওয়াল, অপরাধীরা নিম্ন আদালতে সাজাপ্রাপ্ত। হাইকোর্টের নির্দেশের ফলে তারা মুক্তি পেতে চলেছেন। তাদের মুক্তি আটকে আমাদের আর্জি শুনুন। বিচারপতি গাভৈ বলেন, অভিযুক্তরাও এদেশের নাগরিক। কোন আইনে তাদের মুক্তি আটকানো যায়? রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বাল বলেন, সিআরপিসি ৩৮৯ ও ৩৯০ ধারা অনুযায়ী উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের রায় স্থগিত করে অপরাধীদের মুক্তির রোধ করতে পারে।সুপ্রিম কোর্ট এরপর জানায়, সবার বক্তব্য না শুনে এটা করা যায় না। সাত দিনের মধ্যে সবাই বক্তব্য জানাক। কামদুনি-কাণ্ডে বেকসুর খালাসদের জেলমুক্তির বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য। বিচারপতি বিআর গাভৈ, বিচারপতি পি নরসিমা ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রর বেঞ্চে আবেদন জানিয়েছে রাজ্য।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২৭৯ সংখ্যা ১০ অক্টোবর, ২০২৩ মঙ্গলবার ২২ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

নীরবতা' ভেঙে হামলার নিন্দায় সরব কংগ্রেস

ইজরায়েলের উপর প্যালেস্টাইনের হামাস গোষ্ঠীর আক্রমণ আজ দ্বিতীয় দিনে পড়ল। অন্য দিকে এই যুদ্ধকে ঘিরে বিজেপির মেরুকরণের রাজনীতি অব্যাহত। আজ বিজেপির সমালোচনার মুখে নড়ে বসে বিষয়টি নিয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হল কংগ্রেসকেও।এই পরিস্থিতিতে আজ সরকারের পক্ষ থেকে বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষি লেখি ময়দানে নামলেন। জানালেন, প্রধানমন্ত্রীর অফিস পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছে। বহু ভারতীয় সে দেশে আটকে রয়েছেন এবং রাতভর তিনি ফোনে কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর অফিস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছে। তাঁর কথায়, "আমরা মাঠে নেমে পড়েছি। প্রধানমন্ত্রীর অফিস সব কিছুর উপর নজর রাখছে। এর আগেও অন্ধ্রপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্ররা আটকে পড়েছিলেন। অপারেশন গঙ্গা হোক বা বন্দে ভারত, আমরা তাঁদের ফিরিয়ে এনেছি।" পাশাপাশি বিজেপি সাংসদ রাজ্যবর্ধন সিংহ রাঠৌর বলেন, "আমরা সম্পূর্ণ ভাবে ইজরায়েলের পাশে রয়েছি। হামাসের এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছি।"গত কালই ইজরায়েলবাসীর উপর আক্রমণ নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ইজরায়েলের হামলার সঙ্গে মুম্বইয়ের ২৬/১১-র তুলনা টেনে মেরুকরণের রাজনীতি শুরু করেছিল বিজেপি। আজ বিজেপির সাংসদ তথা জাতীয় মুখপাত্র অনিল বালুনি তাঁর এক্স হ্যান্ডল-এ একটি ছবি পোস্ট করেন। সেখানে শুধু কংগ্রেস নয়, তিনি টেনে এনেছেন বিরোধী জোট ইন্ডিয়া-র অনেক নেতাকেই। ছবিটিতে রয়েছেন সনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ কেজরীওয়াল, কে চন্দ্রশেখর রাও, অখিলেশ সিংহ যাদব প্রমুখ। উপরে লেখা রয়েছে, 'ইজরায়েলে সন্ত্রাসবাদী হামলায় এঁরা নীরব।' ছবির নীচে লেখা, 'এঁরা নিজেদের ভোটব্যাঙ্কের প্রতি নিজেদের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে কথা বলেই চলেন।' রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, 'নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক' বলতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর কথাই এখানে বলা হয়েছে। কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান মুখপাত্র জয়রাম রমেশ একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইজরায়েলবাসীর উপর এই বর্বরোচিত হামলার নিন্দা করছে। কংগ্রেস সব সময়ই বিশ্বাস করে প্যালেস্টাইনবাসীর আত্মসম্মান, সমমর্যাদা, আত্মগরিমা অর্জনের ন্যায্য আকাঙ্ক্ষাকে মেটাতে পারে শান্তিপূর্ণ আলোচনা। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই ইজরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তাজনিত স্বার্থকে মান্যতা দিতে হবে। হিংসা কোনও কিছুরই সমাধান আনতে পারে না। অবিলম্বে তা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।"

বিজেপি সাংসদকে দেখে 'গো ব্যাক' স্লোগান,
বিডিও অফিসে তুলকালাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে ঘিরে 'গো ব্যাক স্লোগান' বিডিও অফিসের সামনে। ১০০ দিনের টাকা কোথায় গেল, প্রশ্ন তুলে সাংসদকে ঘিরে স্লোগান দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। যদিও গোটা ঘটনায় খগেন মুর্মুর নিশানায় রতুয়া-১ ব্লকের বিডিও। খগেনের দাবি, বিডিও নীরব থাকার কারণেই সোমবার এই পরিস্থিতি তৈরি হয়।যদিও এ প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, "গরিব মানুষ যাতে টাকা না পায় তার জন্য পশ্চিমবাংলার বিজেপি নেতারা দিল্লিতে দরবার করছে। পশ্চিমবঙ্গকে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করে আর্থিক দেউলিয়া করার চেষ্টা করছে। তাই মানুষ রেগে গিয়েছেন। মানুষ কাজ করেছেন, অথচ ন্যায্য পাওনা পেলেন না। সাংসদ কেন, তার উপরেও কেউ থাকলে তাঁকেও বলবেন। কেন্দ্র যতদিন না গরিব মানুষের টাকা দেবে, প্রতিবাদ তো হবেই।"

অভিযোগ, বিডিও অফিসেই ঘরের ভিতর আটকেও সাংসদকে ঘিরে চলে গো ব্যাক স্লোগান। পরে পুলিশ তাঁকে বের করে আনে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তেজনা ছড়ায় বিডিও অফিস চত্বরে।

ভাঙন বিধ্বস্ত এলাকায় পুনর্বাসনসংক্রান্ত কী পদক্ষেপ করা হল, তা জানতে এদিন বিডিও অফিসে যান খগেন মুর্মু। তাঁর অভিযোগ, সেখানে তৃণমূলের নেতা কর্মীরাও হাজির ছিলেন। খগেন মুর্মু বলেন, "রতুয়া-১ ব্লকের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিডিওর সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলাম। এখনও মহানন্দাটোলার বহু মানুষ ঘরছাড়া। বিডিওর নেতৃত্বে জেলাশাসক একটা টিম করে দিয়েছিলেন। মোট পাঁচজনের টিম। ওই টিম পুনর্বাসনের জন্য জমি জায়গা দেখবে। বিডিওর কাছে জানতে চাইলাম, এক মাস কেটে গেল, জমির কী ব্যবস্থা হল। উনি বলছেন কিছুই হয়নি। উনি বলছেন পঞ্চায়েত সমিতি করবে। এ নিয়ে কথা হচ্ছে তখন তৃণমূলের লোকজন এসে কথা ঘুরিয়ে দিল। ১০০ দিনের টাকা কোথায় গেল, তা নিয়ে হইচই শুরু করল।"খগেন মুর্মু বলেন, বিডিও অফিস যেন পার্টি অফিস। তাঁর কথায়, বিডিও চাইলে ওই লোকজনকে বের করে দিতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। বিডিও তৃণমূলের ব্লক সভাপতির মতো ব্যবহার করেন বলেও দাবি খগেনের। বিজেপি সাংসদ বলেন, "রতুয়া-১ বিডিওর বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ মোশান আনব। উনি একজন সাংসদকে অপমান করেছেন।"

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

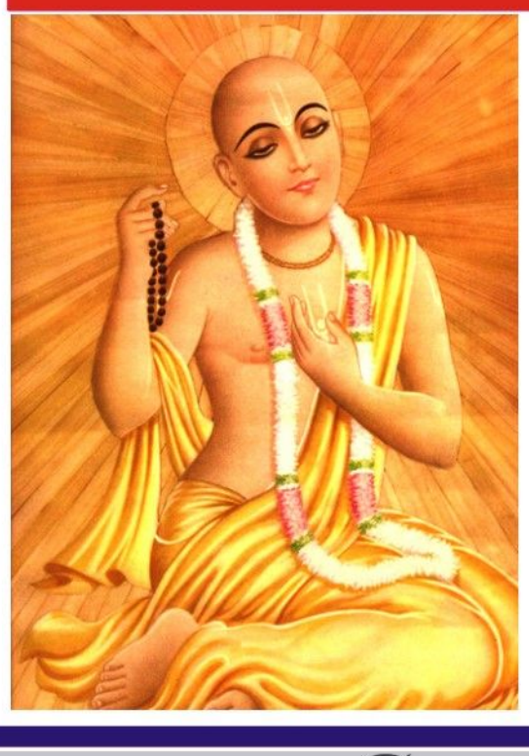

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেটির বয়স ৫৩৩ বছর হওয়ায় স্বপক্ষে কোন বাস্তব যুক্তি নেই। (নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত (মৃত্যুঞ্জয় সরদার)।কিন্তু কেউ কেউ এই প্রচলিত মত মানতে রাজি নন । তাঁদের দাবি চৈতন্যদেব নবদ্বীপ নয়, গঙ্গার অপরপারে অবস্থিত মায়াপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর এখান থেকেই বিতর্কের মূল সূত্রপাত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

বয়সে তিনি মহাসমাধী লাভ করেন পশ্চিমবাংলার কলকাতার বাগবাজার মায়ের বাড়িতে।মা জে আজো আমাদের ছেড়ে যাননি ,আমাদের মধ্যে রয়ে গেছেন তিনি। সেই কারণেই বরানগর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে দুর্গারূপে পূজিতা হন মা সারদা। হাওড়ার আমতার খড়িয়পে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ প্রেমবিহারেও মা দুর্গার সঙ্গে আরাধ্যা স্বামী বিবেকানন্দের 'জ্যান্ত দুর্গা' মা সারদাও। সেই ১৯৪৪ সাল থেকে মা সারদার প্রতিকৃতিকে দুর্গারূপে পুজো হয়ে আসছে বরানগর আশ্রমে। আর খড়িয়পে প্রেমবিহার প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্থাৎ বিগত ১৯ বছর ধরেই এই রীতি চলে আসছে। বরানগরে চারদিন চার রূপে পুজো করা হয় মা সারদাকে। মা সারদাকে দুর্গারূপে পুজো শুরু হওয়ার পর বিসর্জন রীতি উঠে গিয়েছে আশ্রমে। বরানগরে মহাসপ্তমীর দিন সারদা মায়ের রাজরাজেশ্বরী বেশ। মাথায় থাকে সোনার কিরীট, বেনারসী ও আভরণে সুসজ্জিতা মা। অষ্টমীতে যেগিনী বেশী সারদা মা যেন তপস্বিনী উমা। গৈরিকবসনা, শিবস্বরূপা জটাজুটসমাযুক্তা তাঁর রূপ।আর নবমীর দিন তিনি কন্যারূপে আবির্ভূতা। এইদিনই কুমারী রূপে তাঁর পুজো করা হয়। দশমীতে মায়ের ষোড়শী বেশ। মা দুর্গা এদিনই পাড়ি দেন কৈলাসে। চারদিন বৈচিত্রের মধ্যে দিয়েই শেষ হয় এই অভিনব পুজো। প্রতিমার বিসর্জন হয় না। এই আশ্রমে শুধু ঘট বিসর্জনই রীতি। এইসব রীতি-রেওয়াজ মধ্যেই মা সারদা হলেন ব্রহ্মবিদ্যা-র আঁধারস্বরূপ। তাঁর মাধ্যমে রামকৃষ্ণ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে মা ঠাকুরের পদসেবা করার সময় বিনীত প্রশ্ন পেশ করেছেন, 'আমাকে কি বলে মনে মনে হয়।' শ্রীশ্রী ঠাকুরের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ছিল, 'যে মা মন্দিরে আছেন এবং ভবতারিনী নামে আমার পূজা গ্রহণ করছেন- তিনিই এখন শ্রীমা সারদা হয়ে আমার পদসেবা করছেন।' শ্রীমা সারদা ঈশ্বরী। গ্যাত্রী জননী। তিনি ছিলেন অগ্নি ন্যায় তেজদৃপ্ত। তৎকালীন সময় দেশব্যাপী ইংরেজ হটাও আন্দোলন। মা কিন্তু আমার মাতৃভূমি এমন ভাবাবেগে আপ্লুত হননি বা প্রশ্রয় দেননি। অথচ নিজস্ব যুক্তি ও চিন্তায় স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং নিজেও প্রত্যয়ী থেকেছেন। যেমন উদাহরণস্বরূপ উল্ল্যেখ করা যায় ইংরেজ সরকার প্রতিমুহূর্তে মায়ের বাড়ির প্রতি কড়া নজর রেখেছিল, যদিও সাহসে কুলোয়নি মা-কে ঘাটানোর। 'শ্রীশ্রীমা'-র কাছে কোন কিছু অজ্ঞাত ছিল না, তবে অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী 'মা' দৃঢ় অথচ শান্তি আচার আচরণে রাজশক্তিকে উপেক্ষা করে গেছেন, তাঁর স্নেহের ছত্র ছায়ায় বহু বিপ্লবী আশ্রয় নিয়েছেন। নীরবে-নিভৃতে কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেছেন। স্বামীজী শিবানন্দজীকে চিঠিতে লিখলেন, 'যার মা-র ওপর ভক্তি নেই তার ঘোড়ার ডিম হবে। সোজা বাংলা কথা। ঠাকুর বরং যাক। ঠাকুরের থেকে মা বড়ো দয়াল। মা-কে তোমরা

বোঝনি। মায়ের কৃপা লক্ষগুণ বড়ো।' তাই মায়ের বিকল্প আর কোনো বড় শক্তি হতে পারে না এ যুগেও।মায়ের অন্তর শক্তির ঊর্ধ্বে আজও আমরা যেতে পারিনি কেউ, মায়ের চেতনার সেইরূপ।

রামচন্দ্র প্রশ্ন করেন-'কেগো তুমি'; বালিকার উত্তর: এই আমি তোমার কাছে এলুম। যারা পূর্ব পূর্ব অবতারদের লীলা সঙ্গিনী রূপে এসেছিলেন, যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করি তাহলে অধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের জন্যে তাদের অবদানের স্বল্পতা দেখে বিস্মিত হই। কিন্তু শ্রীশ্রী মা যে ভাবে ঠাকুরের ভারধারাকে চারিদিকে প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছেন তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ঠাকুর নিজেও মাকে শরীর ত্যাগের আগে বলেছিলেন: "এ (শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে) আর কি করেছে তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে"। সেই অনেক বেশি কাজ শ্রীমা করেছেন তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত । ঠাকুরের সন্তানরা মাকে ঠাকুর থেকে পৃথকরুপে দেখতেন না। ঠাকুরেরই মাতৃরুপে আর একটি অভিব্যক্তি দেখতেন। শ্রীশ্রীমা নিজেও বলেছেন: "ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্যে আমাকে এবার রেখে গেছেন।" তবেই সারদাদেবী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: ওও সারদা-স্বরস্বতী-জ্ঞান দিতে এসছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যান হয়। তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে'। ও (সারদা) জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধি মতী। তেলোভেলোর মাঠে এক দস্যুদম্পতি সারদাদেবীকে কালীরূপে দেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুস্পপুত্র শ্রীমায়ের স্বমুখেই শুনেছিলেন যে, শ্রী শ্রী মা স্বয়ং মা-কালী, জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়িতে একটি বিড়াল ছিল। ব্রহ্মচারীগন তখন মায়ের সেবক। তিনি বিড়ালটিকে আদর যত্ন তো করতেনই না, বরং মাঝে মাঝে একটু-আধটু প্রহারাদিই করতেন। মাতা জানতেন, রাধু ও শ্রীশ্রীমায়ের জানতো বিড়ালের বংশবৃদ্ধি হয়েছিল। একবার কলকাতা আসার সময় ব্রহ্মচারীকগণকে ডেকে মা বললেন,জান বেড়াল গুলোর জন্য চাল নেবে। যেন কারও বাড়ি না যায় গাল দেবে, বাবা। তারপর ভাবলেন শুধু এই টুকু বলাই বেড়ালের জগৎ ফিরবেনা। তাই আবার বললেন দেখ জান বেড়ালগুলোকে মেরোনা। ওদের ভেতরেও তো আমি আছি "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরুপেন সংস্থিতী" তিনিই যে আমাদের শ্রীশ্রীমা হয়ে এসেছেন নিজ মাতৃভাবকে অবলম্বন করে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মা স্বমুখে বলেছেন আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদ ও তেমন ছেলে। শরৎ স্বামী সারদানন্দ হলেন রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধার, সম্পাদক, আর আমজাদ একজন ডাকাত। মা বলেছেন-"আমি সতের ও মা, অসতের ও মা"। মা যে বাস্তববাদী ছিলেন আর সে কারণেই স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 'শ্রীশ্রীমা' সম্পর্কে লিখছেন-একবার দুজন যুবক এল। দুজনেই রাজদ্রোহী। মা তাদের স্নান করতে পাঠালেন, তারা স্নান করে এলে তাদের দীক্ষা দিলেন। তারপর তাদের খাইয়ে দাইয়ে তাড়াতাড়ি অন্যত্র যেতে বললেন। এসব ছেলেদেরও দীক্ষা দিতে মা এতটুকু ভয় পেতেন না। মা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দীক্ষা দিয়ে গেছেন। মা যখন উদ্বোধনে অত্যন্ত অসুস্থ তখন একদিন এক পারসী যুবক এসে উপস্থিত। তিনি মঠে অতিথি হয়ে কয়েকদিন ধরে বাস করছিলেন। এখন মায়ের কাছে এসেছেন তাঁকে দর্শন করতে এবং তাঁর কাছে দীক্ষা দিতে নিতে। মায়ের তখন এত অসুখ যে দর্শন একেবারে বন্ধ। এই যুবক নিচে বসে রইলেন। তাঁকে দোতলায় যেতে দেওয়া হল না। মা কিন্তু কিভাবে জেনে গেলেন যে, এই যুবকটি নিচে তাঁর দর্শনের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি তখন একজনকে বললেন তাকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে আসতে। মা তাকে দীক্ষা দিয়ে নিচে পাঠালেন। স্বামী সারদানন্দ এই ঘটনার কথা জানতে পেরে মন্তব্য করলেন 'মায়ের যদি এক পারসী শিষ্য করার ইচ্ছে হয়ে থাকে তাহলে আমার আর কি বলার আছে?' এই পারসী যুবকটি আর কেউ না, চিত্র জগতের বিখ্যাত অভিনেতা ও প্রযোজক বম্বের সোরাব মোদি। সেইজন্যে বিবেকানন্দের মতো ঠাকুর-অন্ত প্রাণ ভক্ত বার বার বলেছেন, মায়ের স্থান ঠাকুরেরও উপরে। হঠাৎ একটু খটকা লাগতে পারে। রামকৃষ্ণের আদর্শ সারা পৃথিবীতে প্রচার করার ভার যে বিবেকানন্দের উপর ঠাকুর দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর মুখে এ কী কথা? কিন্তু বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছেন, মায়ের মাধ্যমে ঠাকুর স্বয়ং নির্দেশ দিচ্ছেন। বিবেকানন্দ তাই গুরুভাইদের ডেকে ডেকে বলছেন, ওরে, তোরা এখনও মাকে চিনলি না।বিবেকানন্দ বিশ্বজয় করে ফিরে এলেন দেশে। পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নে তাঁর বক্তৃতা সকল শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল। ফিরে আসার পর মায়ের সঙ্গে তাঁর একটি সুন্দর সাক্ষাৎকারের বিবরণ আছে। স্বামীজি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন মায়ের পায়ে। কত দিন পরে তাঁকে দেখে মায়ের চোখে পুত্রস্নেহ। উপস্থিত সকলে এক অপূর্ব স্বর্গীয় পরিবেশ উপলব্ধি করলেন। পাশ্চাত্যের রমণীদের সঙ্গে মায়ের সখ্যের উপর আছে কৌতূহলজনক আলোচনা। গ্রামের মেয়ে সারদা, এক বর্ণ ইংরেজি জানেন না। কিন্তু চমৎকার আলাপচারিতা চালিয়ে যান সারা বুল, মিস ম্যাকলয়েড বা সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে, কিন্তু আহার করেন এঁদের সকলের সঙ্গে। সিস্টার নিবেদিতা বলেন, মা, তুমি আমাদের কালী। মা বলেন, না না, তবে তো আমাকে জিভ বার করে রাখতে হবে। নিবেদিতা বলেন, তার কোনও দরকার নেই। তবু তুমি আমাদের কালী, আর ঠাকুর হলেন স্বয়ং শিব। মা মেনে নেন। নিজ হাতে রঙিন উলের ঝালর দেওয়া হাতপাখা বানিয়ে দেন নিবেদিতাকে। নিবেদিতার সে কী আনন্দ এমন উপহার পেয়ে, সকলের মাথায় হাতপাখা ছোঁয়াতে থাকেন। মা বলেন, মেয়েটা বড় সরল। আর বিবেকানন্দের প্রতি আনুগত্য দেখবার মতো। নিজের দেশ ছেড়ে এসেছে গুরুর দেশের কাজে লাগবে বলে। নিবেদিতার ভারতপ্রেম অতুলনীয়। এসব ছিল মায়ের মহিমা। মা ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা দের পরাস্ত করেছিলেন।

ব্রিটিশ গোয়েন্দাপ্রধান চার্লস অগস্টাস টেগার্ট-এর রিপোর্টের (১৯১৪) ভিত্তিতে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল বিপ্লবীদের সাহায্য করা এবং আশ্রয় প্রদানের অভিযোগে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয় বেলুড় মঠকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য ১৯১৬-র ১১ ডিসেম্বর বিশেষ বৈঠক ডেকেছিলেন। সে-খবর পেয়েই শ্রীমা চটজলদি মঠের তৎকালীন সম্পাদক সারদানন্দ এবং জোসেফিন ম্যাকলাউডকে পাঠালেন কারমাইকেলের কাছে। মা বুঝিয়ে বলতে বলেন যে, বেলুড় মঠকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তা ব্রিটিশ সরকারেরই বিড়ম্বনা বাড়াবে। শেষ পর্যন্ত কারমাইকেলের হস্তক্ষেপে ব্রিটিশ সরকার বেলুড় মঠকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা থেকে বিরত হয়। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের বিশেষ নজর ছিল বেলুড় মঠ, উদ্বোধন, জয়রামবাটী, কোয়ালপাড়া ইত্যাদি স্থানের উপরে। সেই সময়ে অনেক বিপ্লবী মায়ের অনুমতি নিয়েই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তরুণ বিপ্লবীদের জন্য তাঁর ভালবাসার অভাব ছিল না।স্বামী প্রেমানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'শ্রীমার আদেশ পালনই আমাদের ধর্ম, কর্ম। আমরা যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। যাকে যা বলবেন, সে তাই করতে বাধ্য।' প্রেমানন্দের শ্রীমা সারদা সম্পর্কিত অভিমত এই যে, রাজরাজেশ্বরী মা শাক বুনে খাচ্ছেন, ভক্তের এঁটো কুড়োচ্ছেন, কাঙালিনী সেজে ছেঁড়া কাপড় তালি দিয়ে পরছেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

জ্যাকুলিনকে জড়িয়ে কটূক্তি, জেলে বসেই মিকা সিংয়ের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ সুকেশের

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বান্ধবী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজকে নিয়ে ভীষণ স্পর্শকাতর কনম্যান সুকেশ চন্দ্রেশখর। ২০০ কোটি রুপি জালিয়াতিকাণ্ডে গত দু'বছর ধরে জেলে আছেন তিনি। তবুও প্রেমিকা জ্যাকুলিনের ভালমন্দে যেন ঢাল হয়ে রয়েছেন সুকেশ। সম্প্রতি জ্যাকুলিনের ছবিতে সুকেশকে টেনে কটূক্তি করেন গায়ক মিকা সিং। সে খবর সুকেশের কানে পৌঁছতে দেরি লাগেনি। জবাবে চটজলদি আইনি নোটিশও ধরিয়ে দিয়েছেন গায়ককে।

সম্প্রতি বিদেশ গিয়েছিলেন জ্যাকুলিন। সেখানেই হলিউডের অভিনেতা জিন-ক্লদ ভ্যান ড্যামের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেন অভিনেত্রী। সেই ছবিতে গিয়ে মন্তব্য করে বসেন মিকা। গায়ক লেখেন, "তোমাকে সুন্দর লাগছে, পাশের জন সুকেশের তুলনায় ভাল।"

যদিও পরে মন্তব্যটি করে মুছে দেন মিকা। তবে ততক্ষণে তা রীতিমতো ছড়িয়ে পড়ে ইন্টারনেটে। এরপরই সুকেশের আইনজীবীর পক্ষ থেকে নোটিশ পৌঁছায় মিকার কাছে। সেখানে বলা হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার মক্কেল সুকেশকে কালিমালিপ্ত করা হয়েছে।

সুকেশের পক্ষ তেকে পাঠানো আইনি চিঠিতে বলা হয়েছে, এই ধরনের মন্তব্যের কারণে সুকেশকে মিডিয়া ট্রায়ালের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার চরিত্র নিয়ে বিরূপ জনমত গড়ে উঠছে। মিকাকে সতর্কবাণী দিয়ে সুকেশ বলেন, "আমার জীবন খোলা বইয়ের মতো। মিকা যদি ভবিষ্যতে আমার ব্যক্তিগত জীবনে অনধিকারচর্চা করার চেষ্টা করেন তার পরিণতি ভাল হবে না।"

মিকাকে সর্বশান্ত করে ছাড়বেন বলে হুমকি দেন সুকেশ। গায়কের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কিছুই নাকি জনসমক্ষে নিয়ে আসবেন, এমন হুমকিও দেন তিনি।

শেষে সুকেশ লেখেন, "জ্যাকি আমার বেবি, আমার সোনা, তোমাকে পাগলের মতো ভালবাসি। কোনো ধরনের নেতিবাচক জিনিসে কান দেবে না। আমি আছি, তোমার হয়ে সব ঝামেলা সামলে দেব। শুধু তুমি আর তুমি গুরুত্বপূর্ণ। তোমাকে বড্ড মিস করছি, আর তর সইছে না।"

৯ বছরের দ্বন্দ্ব ভুলে সালমানের বাড়িতে অরিজিৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সালমান খান ও অরিজিৎ সিংয়ের দীর্ঘ ৯ বছর মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল। কিন্তু এভাবে আর কতদিন। তাই বিরোধ ভুলে সালমান খানের বাড়িতে হাজির হলেন অরিজৎ। বুধবার রাতে সালমানের গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলেন অরিজিৎ সিং। সেই ভিডিও এখন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। ভক্তদের মনে প্রশ্ন, শেষ পর্যন্ত কি তাদের দূরত্ব কমলো? বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা চলছে নেটদুনিয়ায়। একজন লিখেছেন, 'এমনটা তো আশাই করিনি।' আরেকজন লিখেছেন, 'সালমান খানের বাড়িতে অরিজিৎ সিং। কী ঘটতে যাচ্ছে?' অন্যজন লিখেছেন, 'সালমান খানের পরবর্তী সিনেমার গানের অংশ হতে যাচ্ছেন অরিজিৎ। এজন্য তাদের এই বৈঠক।' যদিও এ বিষয়ে এখনো মুখ খুলেননি সালমান কিংবা অরিজিৎ।

২০১৪ সালে এক অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে সালমানের সঙ্গে অরিজিতের ঝামেলার সূত্রপাত। অনুষ্ঠানটি সালমানের সঙ্গে সঞ্চালনা করছিলেন রীতেশ দেশমুখ। অরিজিতের ক্যারিয়ার তখন গোড়ার দিকে। একটি গানের সম্পাদনার কাজ নিয়ে কলকাতায় ব্যস্ত ছিলেন তিনি। টানা ১২-১৩ ঘণ্টা কাজের পর মুম্বাই উড়ে যান অরিজিৎ। হোটেলে না গিয়েই সোজা অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে পৌঁছান।

পুরস্কার নিতে অরিজিৎ যখন মঞ্চে যান, তখন তার পায়ে ছিল চপ্পল, পরনে ছিল ক্যাজুয়াল শার্ট। ঘুম চোখে মঞ্চে উঠার পর সালমান স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেন, 'ঘুমিয়ে গিয়েছিলে?' জবাবে অরিজিত মজা করে বলে বসেন, 'কী করব, আপনারা ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।' অরিজিতের এ জবাব সহজভাবে নেননি সালমান। বরং তার মনে হয়েছিল অরিজিৎ তার সঞ্চালনা নিয়ে বাঁকা জবাব দিয়েছেন। আর তাতেই অসম্মানিত বোধ করেছিলেন 'দাবাং' খ্যাত সালমান।

এমনকী সেদিন ক্যামেরার সামনেও সেই অভিব্যক্তি লুকিয়ে রাখেননি ভাইজান। সালমান পাল্টা বলেছিলেন, 'এ রকম গান গাইলে লোকে ঘুমিয়েই যাবে।' এ ঘটনার পর থেকে সালমান-অরিজিতের মাঝে তৈরি হয় দূরত্ব। যদিও বিষয়টি নিয়ে সালমানের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন অরিজিৎ। কিন্তু তাতে মন গলেনি সালমানের; অবশেষে পুরোনো সেই দ্বন্দ্বের অবসান হলো!

অমিতাভ বচ্চনকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা

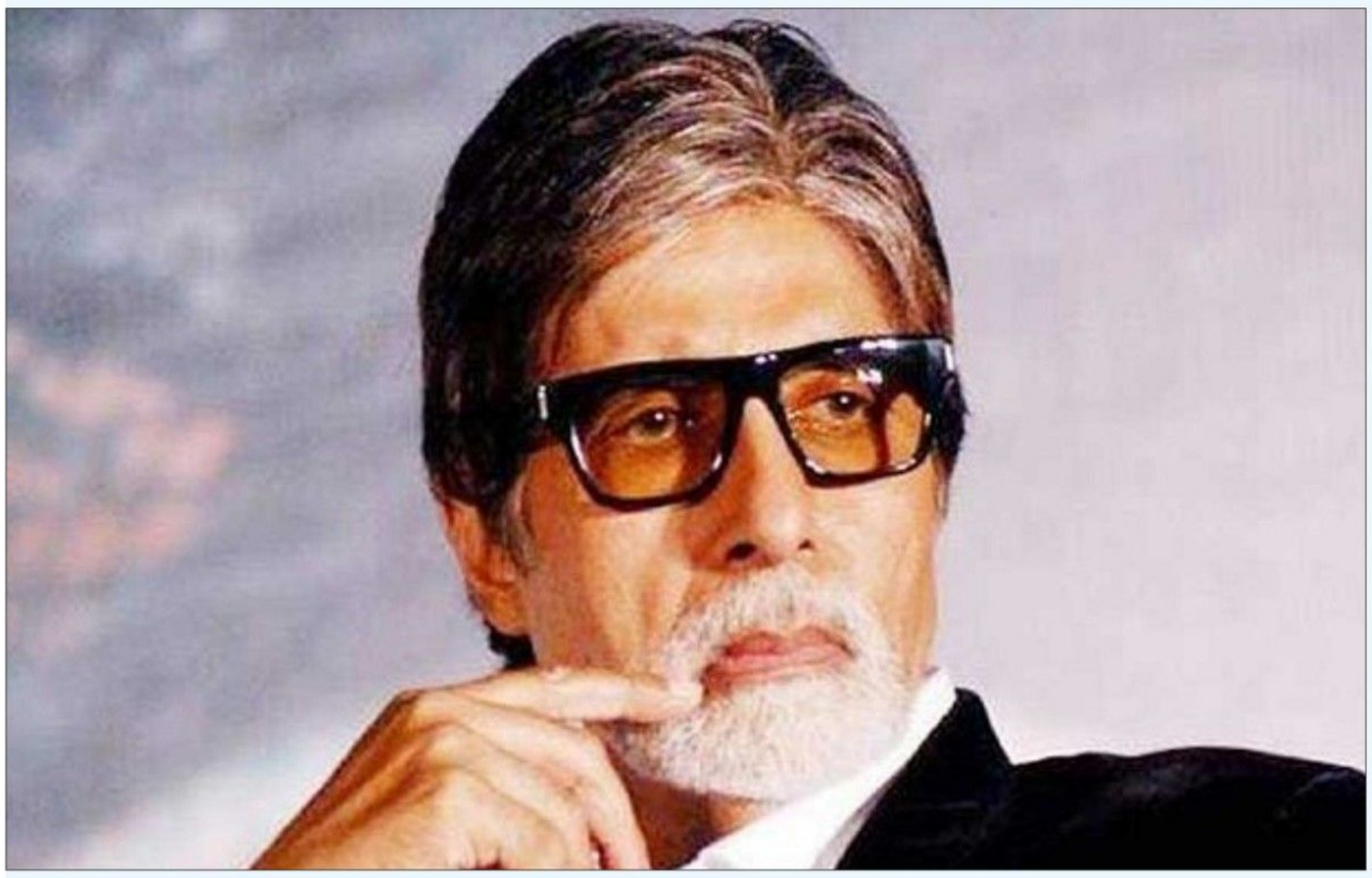

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিজ্ঞাপনে মোটা টাকার বিনিময়ে তারকাদের মুখ বিক্রি হওয়া নতুন হয়। মূলত তাদের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর ভিত্তি করেই গ্রাহকেরা পরিষেবা গ্রহণ করেন। তাই কখনও কোনও পণ্যকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হলে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনে জড়িত মুখকেই দায়ী করা হয়। বিজ্ঞাপনে অভিনয়ের চুক্তি সই করার সঙ্গে সেই তারকার দায়ও জড়িয়ে যায়। ক্রেতাদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অভিযোগে অতীতেও একাধিকবার একাধিক তারকাকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। এবার সেই তালিকায় স্বয়ং অমিতাভ বচ্চন। বিজ্ঞাপনে ভুল তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে বলিউডের খ্যাতিমান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদন বলা হয়, জনপ্রিয় অনলাইন শপিং সংস্থা ফ্লিপকার্টের-এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপনে ভুল তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে জরিমানা ঘোষণা করেছে 'দ্য কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডস'। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৪ লাখ টাকা। অভিযোগ অনুযায়ী, ফ্লিপকার্ট ও অমিতাভকে জরিমানা পরিশোধ করতে হবে।

প্রতিবেদন আরও বলা হয়, কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স-এর তরফে সেনট্রাল কনসিউমার প্রোটেকশন অথরিটিতে অভিযোগ জানানো হয়েছে, অমিতাভ বচ্চন অভিনীত এই বিজ্ঞাপন পুরোপুরি বিভ্রান্তিকর। শুধু তাই নয়, দেশের খুচরো ব্যবসায়ী এতে ধাক্কা খাচ্ছে। পাশাপাশি ওই বিজ্ঞাপন তুলে নেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে চেইট থেকে।

কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স-এর তরফে ওই বিজ্ঞাপনের জন্য ফ্লিপকার্ট-এর বিরুদ্ধে পেনাল্টিও দাবি করা হয়েছে। এবং এর সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য বচ্চনের কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা চাওয়া হয়েছে। একটা ইমেল পাঠানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট শপিং সাইটের কাছে। অমিতাভও এই বিষয়ে এখনও কোনওরকম মুখ খোলেননি।

'জানে জান' এর প্রথম পছন্দ ছিলেন ঐশ্বরিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক দিকে কারিনা কাপূর খান অন্য দিকে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। দাঁড়িপাল্লার দু'দিকে বলিপাড়ার দুই খ্যাতনামী অভিনেত্রী। তবে পাল্লাটা যেন ঐশ্বরিয়ার দিকেই বেশি ঝুঁকেছিল বাঙালি পরিচালকের।

সেপ্টেম্বর মাসে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পায় মার্ডার-থ্রিলার ঘরানার ছবি 'জানে জান'। এই ছবির মাধ্যমে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আত্মপ্রকাশ করলেন কারিনা। ওটিটি প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি ৪৩ বছরেও পা রাখেন অভিনেত্রী। এই ছবির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বাঙালি পরিচালক সুজয় ঘোষ। কারিনার জন্মদিনে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিতে অভিনয় করেন জয়দীপ আহলাওয়াত এবং বিজয় বর্মার মতো তারকারা।

বলিপাড়া সূত্রে খবর, 'জানে জান' ছবির অভিনেত্রী হিসাবে কারিনা নন, বরং সুজয়ের প্রথম পছন্দ ছিল ঐশ্বরিয়া। আট বছর আগেই এই ছবি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন সুজয়। এক সাক্ষাৎকারে সে কথা জানান কারিনা নিজেই। এমনকি ঐশ্বরিয়ার একটি পুরনো সাক্ষাৎকারেও তার প্রমাণ মেলে। ২০০৫ সালে কেইগো হিগাশিনোর লেখা 'দ্য ডিভোশন অফ সাসপেক্ট এক্স' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এই কাহিনির উপর ভিত্তি করে সুজয় যে একটি হিন্দি ছবি তৈরি করবেন, তা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। এমনকি, ঐশ্বরিয়া সঙ্গে এই ছবি নিয়ে আলোচনাও করেছিলেন সুজয়।

এক পুরনো সাক্ষাৎকারে ঐশ্বরিয়াকে প্রশ্ন করা হয়, তাকে আগামী কোন ছবিতে দেখা যেতে পারে। অভিনেত্রী সে প্রশ্নের উত্তরে জানান, সুজয়ের পরিচালনায় দু'টি ছবিতে অভিনয় করার কথা তার।

তখন ঐশ্বরিয়া জানিয়েছিলন, 'দ্য ডিভোশন অফ সাসপেক্ট এক্স' উপন্যাসের উপর নির্ভর করে সুজয় একটি ছবি বানাচ্ছেন। সুজয়ের 'দুর্গা রানি' ছবির কাজও রয়েছে আমার কাছে। অভিনেত্রী বলেন, 'দু'টি ছবির মধ্যে সুজয় কোন ছবির কাজ আগে শুরু করবেন, সে বিষয়ে আমি কিছু জানি না।'

বলিপাড়া সূত্রে খবর, 'দুর্গা রানি' নামে যে ছবিটির কথা ঐশ্বরিয়া বলেছিলেন, সে ছবিটির নাম বদলে ফেলেন সুজয়। শুধুমাত্র ছবির নাম নয়, অভিনেত্রীও বদলে ফেলেন তিনি।

বলিপাড়ার একাংশের দাবি, ছবির নাম পরিবর্তন করে 'কহানি' রাখেন পরিচালক। সে ছবিতে আর ঐশ্বরিয়া নন, বরং অভিনয় করতে দেখা যায় বিদ্যা বালনকে। 'দ্য ডিভোশন অফ সাসপেক্ট এক্স' উপন্যাসের উপর নির্ভর করে যে ছবি নির্মাণের কথা ছিল, তা থেকেও সরে যান ঐশ্বরিয়া। ছবির কাজও পিছিয়ে যায় অনেকটাই। পরে আবার এই ছবি নিয়ে পরিকল্পনা করেন সুজয়। ঐশ্বরিয়ার পরিবর্তে সে ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পান কারিনা।

'জানে জান' ছবির প্রথম ঝলক মুক্তির অনুষ্ঠানে কারিনা জানান, এই ছবির সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন তার জীবনসঙ্গী তথা বলি অভিনেতা সইফ আলি খান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক সুজয়ও। কথা প্রসঙ্গে সুজয় বলেন,স্বামী হয়ে এই ছবির দায়িত্ব কারিনার উপর দিয়ে দিয়েছেন সইফ। সইফের সঙ্গে এই ছবিতে কাজ করার কথা ছিল আমার। কিন্তু কোনও কারণবশত একসঙ্গে কাজ করা আর হল না।

সুজয় বলেন, প্রতিটি ছবিরই নিজস্ব ভাগ্য থাকে বলে আমি মনে করি। আগে সইফের সঙ্গে কাজ করার কথা ছিল। পরে সেই ছবি কারিনার কাছে ফিরে এল, যেন এক চক্র পূর্ণ হল।

কারিনা সাক্ষাৎকারে জানান, 'জানে জান' ছবিটি নিয়ে সইফের উৎসাহ বাঁধ ভেঙেছে। অভিনেত্রী বলেন, ছবি কবে মুক্তি পাবে সে অপেক্ষায় দিন গুনছিল সইফ। প্রথম ঝলক মুক্তির পর সেই ভিডিয়োটিই চার বার দেখে ফেলেছে ও। ঝলক দেখেই সইফ বলেছিল, সকলেই তাদের চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন।

যদিও সুজয়ের দাবি, 'দ্য ডিভোশন অফ সাসপেক্ট এক্স' উপন্যাসটি পড়ার পর তিনি কল্পনা করে নিয়েছিলেন যে, তিনটি চরিত্রে কে কে অভিনয় করবেন। সুজয় বলেন, নরেন চরিত্রটি বেশ চমকপ্রদ। এক দিকে গণিতে দক্ষ আবার অন্য দিকে মার্শাল আর্টও জানে। জীবনে কোনও দিনও নিজের যত্ন নেয়নি সে। জয়দীপের জন্য এই চরিত্রটি একদম মানানসই ছিল।

'জানে জান' ছবির প্রসঙ্গে সুজয় বলেন, ইনস্পেক্টর কর্ণ চরিত্রের জন্য আমার এমন কাউকে প্রয়োজন, প্রথম দেখাতেই যাকে মনে ধরে যায়। সেই হিসেবে বিজয়ের কথা আমার মাথায় আসে।

কারিনার অভিনয় নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ সুজয়। পরিচালক বলেন, মায়া চরিত্রটি পর্দায় ফুটিয়ে তোলার জন্য এক দক্ষ অভিনেত্রীর দরকার ছিল, যিনি চরিত্রটিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পারেন। আমি চিত্রনাট্য থেকে যা কল্পনা করতে পেরেছি। কারিনা তার থেকেও বেশি ভাবতে পেরেছে। এমন অভিনেতা থাকলে পরিচালক হিসাবে দায়িত্বও বেড়ে যায়।

নাপোলি গোলরক্ষকের
আত্মঘাতী গোলে রিয়ালের জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মঙ্গলবার রাতে রিয়াল মাদ্রিদ-নাপোলির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়ে শেষ হাসি হেসেছে লস ব্লাঙ্কোসরা। নাপোলির মাঠে ৩-২ ব্যবধানে ম্যাচটি জেতে কার্লো আনচেলত্তির দল। শুরুতে পিছিয়ে পড়লেও শেষ দিকে নাপোলি গোলরক্ষকের আত্মঘাতী গোলেই জয় নিশ্চিত হয় রিয়াল মাদ্রিদের।

এই লড়াইয়ে দুই দলই এদিন বল পজিশন রেখেছে সমান ৫০ শতাংশ করে, গোলমুখে শটও নিয়েছে সমান ১৮টি করে। ডিয়েগো আরমান্দো ম্যারাডোনা স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে দুই দল।

প্রথমেই সুযোগ লুফে নেয় স্বাগতিকরা। ১৯ মিনিটে তাদের এগিয়ে নেন লিও অস্ট্রিগার্ড। সমতায় ফিরতে খুব বেশি সময় নেয়নি রিয়াল। ২৭ মিনিটে বেলিংহামের বাড়ানো বল বক্স থেকে প্লেসিং শটে জালে পাঠান ভিনিসিয়াস।

৩৪ মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন বেলিংহাম। কামাভিঙ্গা থেকে পাওয়া বল বক্সে নিয়ে চার নাপোলি ফুটবলারকে কাটিয়ে দারুণ এক শটে জাল খুঁজে নেন ইংলিশ এই মিডফিল্ডার। তার গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় সফরকারীরা।

দ্বিতীয়ার্ধের ৫৪ মিনিটে রেফারির দেয়া বিতর্কিত এক পেনাল্টি থেকে ম্যাচে সমতা ফেরান জেলিনিস্কি। এরপর দুই দলই খুঁজতে থাকে জয়সূচক গোল। ৭৬ মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদ সেটি পেয়ে যায় নাপোলি গোলরক্ষকের ভুলে।

ফেদ্রিকো ভার্লবার্দের নেয়া জোরালো শট নাপোলি ডিফেন্ডার ডি লরেঞ্জোর গায়ে লেগে দিক পালটে ক্রসবারে লাগে। নাপোলি গোলরক্ষক এলেক্স মেরেটের গায়ে লেগে জড়ায় জালে। বাকি সময়ে অনেক চেষ্টা করেও আর ম্যাচের সমতা ফেরাতে পারেনি নাপোলি।

এই জয়ে 'সি' গ্রুপে ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে রিয়াল মাদ্রিদ। ৩ পয়েন্ট নিয়ে তার পরেই আছে নাপোলি।

ট্রফি নিয়ে মাঠে টেন্ডুলকার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে বিশ্বকাপে উদ্বোধনী ম্যাচের আগে ট্রফি নিয়ে মাঠের প্রবেশ করেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) 'গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর' (বৈশ্বিক দূত) ভারতের শচীন টেন্ডুলকার। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ থেকে শুরু হয়েছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসর। ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার উদ্বোধনী ম্যাচে দু'দেশের জাতীয় সঙ্গীত শুরুর আগে বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে মাঠে প্রবেশ করেন ভারতের মাস্টার ব্লাস্টার ব্যাটার ও ২০১১ সালের বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য টেন্ডুলকার। তিনি মাঠের প্রবেশের সাথে উল্লসিত হয়ে উঠে গ্যালারিতে থাকা ক্রিকেটপ্রেমিরা।

এরপর ট্রফিটি মাঠে থাকা টেবিলের উপর রেখে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড় এবং উদ্বোধনী ম্যাচের অফিসিয়াল কর্মকর্তাদের সাথে ছবি তুলেন টেন্ডুলকার। ছবি তোলা শেষে ধারাভাষ্যকার প্যানেলের সাথে বেশ কিছু আড্ডা দেন তিনি।

এবারের বিশ্বকাপে আইসিসির 'গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর' বা বৈশ্বিক দূত হিসেবে আছেন বিশ্ব মঞ্চে সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ডে টেন্ডুলকার।

আমরা তো রোবট নই : বাটলার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত কয়েক বছরে যেকোনো সংস্করণে ইংল্যান্ডের দাপট ছিল সবার ওপরে। ভয়ডরহীন ব্যাটিংয়ে মন কেড়ে নিয়েছিল ক্রিকেটপ্রেমীদের। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হয়েই এবার বিশ্বকাপে এসেছিল তারা। কিন্তু আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে তাদের কোনো পাত্তাই দিল না নিউজিল্যান্ড।

২৮২ রানের জবাবে খেলতে নেমে ৯ উইকেট ও ৮২ বল হাতে রেখেই জয় পায় কিউইরা। বিশাল ব্যবধানের এমন হারে স্বাভাবিকভাবেই দলের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন আসে।

বৃহস্পতিবার ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্নের উত্তরে জস বাটলার বলেন, আমরা তো রোবট নই। মাঝে মাঝে আপনি যেভাবে চাইবেন, সেভাবে খেলতে পারবেন না। সবাই কঠোর পরিশ্রম করছে, সবার প্রস্তুতি ভালো। তবে আমরা একটু নিষ্প্রভ ছিলাম। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যখন আপনি একটু পিছিয়ে থাকবেন আর প্রতিপক্ষ অনেক ভালো খেলবে, আপনি ম্যাচ হারবেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের অনেক কাজ করার আছে, দীর্ঘ একটি টুর্নামেন্টে আরও ভালো করার সুযোগ আছে। যেমনটি বললাম, এটি একটি হার মাত্র। আমরা পরের ম্যাচে ভালো করব।

এমন হারের কারণ হিসেবে ব্যাটিং ব্যর্থতাকেই সামনে এনেছেন বাটলার। তিনি বলেন, ব্যাটিংয়ে রান কম করেছি। আমার মনে হয়, ফ্লাডলাইটের নিচে উইকেট একটু ভালো হয়েছে। তবে নিজেদের সেরাটা দেওয়া থেকে অনেক পিছিয়ে ছিলাম আমরা।

আর্জেন্টিনা দলে
চোটাক্রান্ত মেসি, নেই দি মারিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মাংসপেশির ইনজুরির কারণে ইন্টার মায়ামির হয়ে শেষ পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটিতেই খেলেননি লিওনেল মেসি। যদিও অনুশীলনে ফিরেছেন তিনি। তবে কতটুকু ফিট হয়ে উঠেছেন তা নিশ্চয় করেনি কেউ। তবে তা সত্ত্বেও আর্জেন্টিনার ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলে আছেন এই ফরোয়ার্ড।

আগামী ১২ অক্টোবর প্যারাগুয়ে ও ১৭ অক্টোবর পেরুর বিপক্ষে ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। গত মাসে অনুষ্ঠিত দুই ম্যাচের স্কোয়াডে না থাকলেও এবার দলে ফিরেছেন পাউলো দিবালা, মার্কোস আকুইনা, লুকাস ওকাম্পোসের মতো ফুটবলাররা। তবে বাদ পড়েছেন অভিজ্ঞ উইঙ্গার আনহেল দি মারিয়া। চোটের মধ্যে থাকায় দলে রাখা হয়নি তাকে।

চ্যাম্পিয়নস লিগে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে বেনফিকার হয়ে খেলার সময় মাংসপেশিতে চোট পান দি মারিয়া। এছাড়া ডান পায়ে অস্ত্রোপচারের কারণে ছিটকে গেছেন ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্তিনেসও। কৌশলগত সিদ্ধান্তে বাদ দেওয়া হয়েছে ফাকুন্দো মেদিনা, মার্কোস সেনেসি ও ফাকুন্দো বুনানোতেকে।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য আর্জেন্টিনা স্কোয়াড: এমিলিয়ানো মার্তিনেস, ফ্রাঙ্কো আরমানি, হুয়ান মুসো, ওয়ালতার বেনিতেস, হুয়ান ফয়েথ, গনসালো মন্তিয়েল, নাহুলেন মোলিনা, গেরমান পেসসেয়া, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, লুকাস মার্তিনেস, নিকোলাস ওতামেনিদ, মার্কো পেয়েগ্রিনো, মার্কোস আকুইনা, নিকোলাস তালিয়াফিকো, লুকাস এসকেভেল, লেয়ান্দ্রো পারদেস, গিদো রদ্রিগেস, এনসো ফার্নান্দেস, রদ্রিগো দে পল, এজেকেল পালাকিওস, কার্লোস আলকারাস, গিওভান্নি লো সেলসো, আলেক্সিস মাক আলিস্তার, থিয়াগো আলমাদা, ব্রুনো সাপেয়ি, পাউলো দিবালা, লিওনেল মেসি, হুলিয়ান আলভারেস, লাউতারো মার্তিনেস, ফাকুন্দো ফারিয়াস, লুকাস বেলত্রান, আলেহান্দ্রো গার্নাচো, নিকোলাস গনসালেস, লুকাস ওকাম্পোস।

এবারও ফেভারিট ইংল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগেই বলে রাখি, আমার বিবেচনায় সেমিফাইনালে যেতে পারে কোন চার দলু বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড, স্বাগতিক ভারত, প্রিয় অস্ট্রেলিয়া। জানি না চতুর্থ নামটি কারও সঙ্গে মিলবে কিনা। সেরা চারে আমি ওই তিন দলের সঙ্গে রাখতে চাই দক্ষিণ আফ্রিকাকে। কেন? সেই ব্যাখ্যায় একটু পরে আসছি। তার আগে বরং সেরা চারে পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ কিংবা বাকিদের নাম কেন বলতে পারছি না, সেটার ব্যাখ্যায় যাই।

পাকিস্তান দলটি র‍্যাঙ্কিংয়ে ওপরের দিকে। তা ছাড়া তাদের বাবর আজম, ইমাম-উল হকরাও ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ সারিতেই রয়েছেন। তাদের হাতে শাহিন শাহ আফ্রিদির মতো পেসারও রয়েছেন। তার পরও আমি বলব, কোথায় গিয়ে তাদের ম্যাচ উইনারের সংখ্যা কম। যে ম্যাচগুলোতে বাবর কিংবা টপঅর্ডারের অন্যরা ধাক্কা খাবেন, সেই ম্যাচগুলোতে তাদের ঝুঁকি অনেক বেশি। নিউজিল্যান্ড দলও তাদের সেরা সময়ে নেই। দলে ইনজুরি-পরবর্তী ম্যাচ ফিটনেসের সমস্যা রয়েছে কারও কারও। ট্রেন্ট বোল্টের মতো পেসার প্রত্যাশা মতো পারফর্ম করতে পারছেন না। তা ছাড়া দলটি ভীষণভাবে ব্যক্তি পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করে থাকে। ফক্স স্পোর্টস অবলম্বনে

বাংলাদেশ দল কিন্তু প্রতি বিশ্বকাপেই কিছু চমক দেখিয়ে থাকে। ২০১৯ বিশ্বকাপে তারা দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছিল। ২০১৫ সালে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে গিয়েছিল। এবার ভারতের কন্ডিশন তাদের ঘরের মাঠে অবশ্যই ফেভারিট তারা। সেই সঙ্গে এটাও ঠিক, ঘরের মাঠ বলেই প্রত্যাশার চাপও তাদের সবচেয়ে বেশি। একদিক থেকে এই সমর্থন ভারতকে বাড়তি শক্তি জোগাবে। তবে শুরুর দিকে যদি দু-একটি ম্যাচ তারা হেরে যায়, তাহলে কিন্তু এই সমর্থকরাই তাদের জন্য বিপদ ডেকে আনবে। আমি গত কয়েক বছরে আইসিসি টুর্নামেন্টে ভারত কেন ভালো করতে পারেনি, সেই ব্যাখ্যায় যাব না। এবার কিন্তু তাদের হারানো কঠিনই হবে। তাদের হাতে ভালো অলরাউন্ডার আছেন, ভালো স্পিনার আছেন, হিটার আছেন, বুমরাহর মতো পেসার আছেন। এই দলকে নিঃসন্দেহে বিশ্বকাপের ফেভারিট বলা যায়। অস্ট্রেলিয়াও ভালো করবে। তবে তাদের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা রয়েছে। বিশেষ করে ওপেনিংয়ে ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে কাকে খেলানো হবে, সেটা এখনও ঠিক হয়নি। মিচেল মার্শ যদি ওয়ার্নারের সঙ্গে ওপেন করতে নামেন, তাহলে মন্দ হবে না। স্টিভ স্মিথ সে ক্ষেত্রে তিনে নামবেন। ক্যামেরন গ্রিনকেও ওপরের দিকে রাখা যেতে পারে। গত আইপিএলে সে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে ভারতের মাটিতে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। অস্ট্রেলিয়ার বোলিং লাইনআপও ভারতের মাটিতে সফল হবে বিশ্বাস আমার। হ্যাজেলউড, স্টার্ক, জাম্পা-বোলিং র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা দশে রয়েছেন। তাদের সঙ্গে থাকবেন প্যাট কামিন্স। সব মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে আপনার সেরা চারে রাখতেই হবে। আর দক্ষিণ আফ্রিকা এবারের আসরে আমার কাছে 'ডার্ক-হর্স'। তাদের দলটির দিকে চেয়ে দেখুন ডি কক, মার্করাম, ক্লাসেন। আমার মতে, ওয়ানডেতে এই মুহূর্তে সেরা ব্যাটার এরা। তাদের হাতে ভালো পেসার ও স্পিন বৈচিত্র্যও রয়েছে। শুধু নিজেদের ওপর বিশ্বাসের ঘাটতি আছে প্রোটিয়াদের। যদি সেই মনোবল এবার ধরে রাখতে পারে, তাহলে দক্ষিণ আফ্রিকা হবে এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম চমক।

বিশ্বকাপ ধামাকা
ডাচদের ৯৯ রানে হারাল নিউজিল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি ওয়ানডে বিশ্বকাপের ষষ্ঠ ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে ৯৯ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। শুরুতে ব্যাট করে ডাচদের ৩২৩ রানের টার্গেট দেয় কিউইরা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২২৩ রানেই গুটিয়ে যায় নেদারল্যান্ডস।

নেদারল্যান্ডসের হয়ে সর্বোচ্চ ৬৯ রান করেছেন কলিন আকেরমান। এছাড়া কোনো ব্যাটারই আর ৪০ ছোঁয়া ইনিংসও খেলতে পারেননি। ব্ল্যাক ক্যাপসদের হয়ে মিচেল স্যান্টনার নিয়েছেন ৫ উইকেট। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেওয়া ম্যাট হেনরিও নিয়েছেন ৩ উইকেট।

শুরুতে হায়দ্রাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে উইল ইয়াং, রাচিন রবীন্দ্র ও টম ল্যাথামের ফিফটির সৌজন্যে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৭ উইকেটে ৩২২ রান করেছে নিউ জিল্যান্ড।

নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ৭০ রান করেন ইয়াং। আগের ম্যাচে সেঞ্চুরি করা রবীন্দ্র এ দিন খেলেন ৫১ রানের ইনিংস। শেষ দিকে ল্যাথামের ব্যাট থেকে আসে ৫৩ রান।

এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে
আল নাসরের জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে ইস্তিকলুলকে হারিয়ে বড় জয় পেয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর আল নাসর।

কিং সউদ ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ৩-১ গোলে ইস্তিকলুলকে পরাজিত করে আল নাসর।

নাসরের হয়ে একটি গোল করেন রোনালদো, আর জোড়া গোল করেন ব্রাজিলিয়ান তালিস্কা। ইস্তিকলুলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন সেনিন সেবাই।

এদিন পুরো ম্যাচেই দাপট দেখিয়েছে আল নাসর। ৮১ শতাংশ বল নিজেদের কাছে রেখে ২৭টি শট করে প্রতিপক্ষের ওপর। যার ১০টিই ছিল অন টার্গেট। জবাবে মাত্র ১৯ শতাংশ বল নিজেদের দখলে রেখে ৫টি শটই করতে পেরেছিল ইস্তিকলুল।

অবশ্য ম্যাচের প্রথমার্ধে এগিয়ে ছিল ইস্তিকলুল। বিরতিতে যাওয়ার ঠিক এক মিনিট আগে ৪৪তম মিনিটে বেগানোভিচের অ্যাসিস্ট থেকে গোল করে দলকে লিড এনে দেন সেবাই। বিরতি থেকে ফিরে গোল শোধে মরিয়া হয়ে ওঠে আল নাসর।

ম্যাচের ৬৬তম মিনিটে কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় তারা। পর্তুগিজ অধিনায়ক গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান। ম্যাচের ৭২তম মিনিটে লিড নেয় আল নাসর। এবার গোলদাতা ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার তালিস্কা। তিনি ইয়াহইয়ার অ্যাসিস্ট থেকে গোল করে দলকে ২-১ গোলের লিড এনে দেন।

পাঁচ মিনিট পর ম্যাচের ৭৭তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন তালিস্কা। গারিবের অ্যাসিস্ট থেকে গোল করেন তিনি। এ জয়ে গ্রুপ ই থেকে দুই ম্যাচ খেলে দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রয়েছে আল নাসর।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR